শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট(হাই স্কুল)

মূল্যায়ন - ১

শ্রেণি - ষষ্ঠ। বিষয় - বাংলা।

নমুনা উত্তরপত্র

১)

১.১) খ) সজনেখালি।

১.২)গ) বীজগণিত খাতা।

১.৩)ঘ) ঘাসের পাতার নীচে।

১.৪)ক) জোড়বাঁধা সাধিত শব্দ।

১.৫)ঘ) যে কুশ তুলতে পারে।

১.৬)ক) ভগ্নাংশিক সংখ্যা শব্দ।

১.৭)ক) অধঃ+মুখ।

১.৮)গ) শল্ক।

১.৯)ক) মৌলিক শব্দ।

১.১০)ঘ) দ্বীপ।

১.১১)গ) ভ্রাতুষ্পুত্রী।

১.১২)খ)অভিমন্যুর পুত্র।

১.১৩)ক) দেবী গঙ্গার পুত্র।

১.১৪)গ) মহর্ষি অগ্নিবেশের কাছে।

১.১৫) গ) নারদ।

২)

২.১) খিদের জ্বালায় বাঘছানা নদীর পাড়ে কাঁকড়ার গর্তে থাবা দিয়ে কাঁকড়া শিকার করতে গেলে কাঁকড়া দাঁড়া দিয়ে তারপায়ে চিমটে ধরলে যন্ত্রণা য় সে জোরে কেঁদে উঠল।

SRAI

২.২) কর্মস্থল থেকে অবসর পেলেই আবার ঘাসফড়িং এর কাছে ফিরে আসবেন,এমন কথা ঘাসফড়িংকে দিয়েছিলেন কবি।

২.৩)আমিষাশী প্রাণিরা সহজে কাউকে বিশ্বাস করেনা। খাবার সময়ে কারোর সঙ্গে ভাব করেনা তারা।

২.৪) সংখ্যা নামবাচক শব্দকে সংখ্যা বাচক শব্দ বলে। যেমন - দশ, পঞ্চাশ।

২.৫) জলদ শব্দটি একটি সংকুচিত যৌগিক শব্দের উদাহরণ। জলদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ - যা জলদান করতে পারে। এর প্রচলিত অর্থ - মেঘ।

২.৬)নিতি - নিত্য/ নীতি - আদর্শ। শশাঙ্ক - চন্দ্র /সশঙ্ক - ভয়ার্ত।

২.৭) √দৃশ+অক=দর্শক। (√দৃশ - ধাতু । অক - শব্দাংশ)

২.৮)একলব্য ডানহাতের বুড়োআঙুলটি কেটে গুরুদক্ষিণা দিয়েছিলেন।

২.৯)ইন্দ্রপ্রস্থে প্রাসাদ নির্মাণের জন্য মণিময় মৈনাক পর্বত থেকে প্রচুর মণিরত্ন,স্ফটিক , ভীমের জন্য গদা,অর্জুনের জন্য দেবদত্ত নামক শঙ্খ সংগ্রহ করলেন ময়দানব।

২.১০)যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সভায় শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্রের দ্বারা শিশুপালের মস্তক ছেদন করে বধ করলেন।

৩)

৩.১)

●প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুবিনয় রায়চৌধুরীর লেখা "পশুপাখির ভাষা" প্রবন্ধে (মূলগ্রন্থ - সুবিনয় রায়চৌধুরী রচনা সমগ্র) রিউবেন ক্যাস্ট্যাং সাহেবের উল্লেখ আছে।তিনি প্রাণিতত্ত্ববিদ।

●ক্যাস্ট্যাং সাহেব পশুদের ভাষা জানতেন। তাই হিংস্র পশুরা যখন তাঁকে জড়িয়ে ধরেছে,তখন তাদের নিজস্ব ভাষা প্রয়োগ করে তিনি যে তাদের বন্ধু তা বুঝিয়ে অনেকবার প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন।

৩.২)

●সাহিত্যিক অজেয় রায়ের লেখা"হাবুর বিপদ"গল্পে (মূলগ্রন্থ - অজেয় রায় রচনা সমগ্র)হাবুর ক্লাসে দাঁড়িয়ে নিজের অভিজ্ঞতা ও কল্পনা শক্তির ওপর নির্ভর করে মৌলিক রচনা পাঠ শুনে শিক্ষক সুধীরবাবু বিস্মিত হয়েছিলেন। হাবুর সাহিত্য প্রতিভা তাঁকে চমৎকৃত করেছিল। রচনা পাঠে মূলবিষয় ও তার বিভিন্ন পর্যায়গুলি পারম্পর্য বজায় রেখে আকর্ষণীয় ভাবে একটানা বলে যাওয়া সহজ কাজ নয়।হাবুর মধ্যে এই বিশেষ প্রতিভার প্রকাশ সুধীরবাবুকে বিস্মিত করে।

●তাঁর ইচ্ছা করে হাবুর পিঠ চাপড়ে সাবাসি জানাতে।

৩.৩)

●প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও রূপকথার সংকলক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের লেখা "আশীর্বাদ" গল্পে বক্তা সূর্য।

প্রচন্ড বৃষ্টিতে বাসা ডুবে যাওয়ায় এক অসহায় পিঁপড়ে এক ঘাসপাতার নীচে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু প্রবল বৃষ্টিধারায় মাঝে মাঝে জলে ডুবে যাচ্ছিল। ভীষণ ভয় পেয়ে সে নিজের জীবনের প্রতি হীনমন্যতায় ভুগলে তাকে সাহস যুগিয়ে সূর্য একথা বলে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এক সময় শেষ হয়ে যাবে। বর্ষার শেষে আবার শরৎ আসবে।জল চলে যাবে।সূর্যের আলোয় প্রকৃতি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

৩.৪)

●বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত "ধরাতল" কবিতায় (মূলগ্রন্থ - চৈতালি)কবি কল্পনার নৌকা যাত্রায় প্রকৃতির দৃশ্য দেখেছেন এবং পৃথিবীর সঙ্গে মনের একাত্মতা অনুভব করেছেন।

●নদী বক্ষে নৌকায় ভ্রমনের সময় কবি অনুভব করেছেন যে পৃথিবীতে সবকিছু ক্ষণস্থায়ী।নদীর কুলে কুলে সবুজ প্রকৃতি দেখা যায়। এই ধরণীতে অল্পস্থায়ী জীবজগত যেন ভালোবাসায় জড়িয়ে থাকে।তীর থেকে দুঃখ সুখ দুই ভাইবোনে কবির দিকে করুণ নয়নে তাকিয়ে থাকে,অর্থাৎ জীবন সুখ -দুঃখের মিলনে গঠিত।নদীর পাড়ে গাছে ঘেরা গ্রাম গুলি যেন মায়াভরা শান্তির নীড়।

৩.৫) প্রখ্যাত কবি অরুণ মিত্রের লেখা "ঘাসফড়িং"(মূলগ্রন্থ - অরুণ মিত্র কবিতা সংকলন) কবিতায় কবি শহরের অধিবাসী। কর্ম উপলক্ষ্যে শহরে ব্যস্ত,যান্ত্রিক জীবন যাপন করেন। ছুটিতে বাড়িতে গিয়ে প্রকৃতির প্রাঙ্গণে এক ঘাসফড়িং এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ঘাসফড়িংটি তার নতুন বন্ধুকে সবুজ মাথা নাড়িয়ে অনেক খেলা দেখায়।তাদের মধ্যে বন্ধূত্ব গড়ে ওঠে। সময় শেষে কবি কর্মক্ষেত্রে ফিরে আসেন, কিন্তু তাঁর মন প্রকৃতিময়। এক ভালোলাগার আবেশ তাঁকে আবিষ্ট করে রাখে।বন্ধুর জন্য তাঁর মন কেমন করে। তিনি ঘাসফড়িং এর কাছে ফিরে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

SRAI